দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUN. 23 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী সংসদে

স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আর্থিক বরাদ্দ বাজেটে না থাকায় সরকার বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত বুধবার জাতীয় সংস এই দাবীসহ বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন একশ' ভাগে উন্নীতকরণ, প্রাথমি শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য দূরীকরণ ও স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির দাবীতে চারা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সদ বলেন, স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিলকে ডিগ্রী এ কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়া যুগ যুগের দাবী। কিন্তু জোট সরকারের বাজেটেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক বরাদ্দ না থাক র্মপ্রাণ মুসলমানরা চরমভাবে হতাশ হয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, সুনির্দি বাজেট বরাদ্দ না থাকায় স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে যথার্থই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে এ দেশের আলেম সমাজ ও পীর-মাশায়েখসহ তওহিদী জনতা এফিলিয়েটি ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রতিষ্ঠা করা, কওমী মাদ্রাস নদকে স্বীকৃতি দেয়া এবং ফাজিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স-এর সমান ম দিয়ে এ দুটি ডিগ্রী অর্জনকারীদের জন্য বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ স করার দাবী জানিয়ে আসছেন। এ দাবীতে ওলামা-মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতি সকলেই সোচ্চার। তারা সকলেই একমত যে, মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সুযোগ দেয় মাধ্যমেই সৎ ও নৈতিকতাসম্পন্ন এমন এক মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাজত করবে। ঘুষ, দুর্নীতি ও অন্য উচ্ছেদ করে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেবে। তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্ন ঘুচিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সরকার এ দাবীকে পাশ কাটি মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত করার নানা ফন্দি-ফিকির ক যাচ্ছে। জাতীয় সংসদে উল্লেখিত ন্যায়সঙ্গত দাবী উচ্চারণ করে জাতীয় পার্টির সং সদস্য মতিউর রহমান বলেছেন, যুগ যুগ ধরে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ দাবী জানানো হয়েছে। এ দাবী এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। দেশবা জোট সরকারের আমলে এ দাবী বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করেছিল। সরকারে পক্ষ থেকেও ঢাকঢোল্ বাজানো হয়েছিল। কিন্তু তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি বিরোধীদলীয় জোটের শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের সংসদ সদস্য মাওলানা শাহি আশা চৌধুরীও সংসদে অনুরূপ দাবী জানান। তারা উভয়ই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনাসহ মূল বাজেটে অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থমন্ত্রীর প্র আহ্বান জানান।

দেশের আলেম-ওলামা, পীর- মাশায়েখের স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার এই দাবী জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য। এজন্য সরকারের খুব বেশী ত ব্যয়ের ঝুঁকিও নেই। তা সত্ত্বেও এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, ১৯৯৬ সাল থে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়কালে গঠিত একাধিক কমিশনের রিপোর্টে ঢাকায় এক এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ফাজিল ও কামিলে উল্লেখিত মর্যাদা দানের ব্যাপারে সুপারিশ করা হলেও রহস্যজনক কারণে সরক আজো তা বাস্তবায়িত করেনি। অথচ এ দাবীগুলোর বাস্তবায়ন হলে ঐতিহ্যবা মাদ্রাসা শিক্ষার এক কেন্দ্রিকতা যেমন প্রতিষ্ঠিত হতো তেমনি এই শিক্ষা ব্যবস্থ উন্নয়ন এবং বিকাশও সম্ভব হতো। অন্যদিকে ফাজিল-কামিলকে ব্যাচেলর মাস্টা সমমর্যাদা দেয়া হলে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা চাকরি-বাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রদর্শনেরও সুযে পেতেন। বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের ম একটি দেশের জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতি ও সংহতির জন্য এ ব্যবস্থা অনস্বীকার্য। অথ প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এর পেছনে জোটের একটি বিশে দলের রাজনৈতিক প্রভাব ও বিবেচনা কাজ করছে বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণ করছেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রবর্তক হিসেবে শহী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও আলোচিত দাবী বাস্তবায়নে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার সঠি উন্নয়নে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহ না করায় মূল দাবী আদায়ের সংগ্রাম জোরদার হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্তমূলক মনোভাব প্রকাশ করে জানানো হয়েছিল যে গাজীপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু হঠাৎ করে গত বছর ফেব্রুয়ারীতে উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। নতুন কো বিশ্ববিদ্যালয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে সরকারের শরিক একটি দলের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিতব্য একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি প্রদান কর হয়েছে।

শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সমাজকে সুস্থ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তারা যে মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন তা ভাব ব্যক্তি জীবনের নানা কাজেও প্রতিফলিত হয়। এ কারণেই সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। এই বাস্তবতার নিরিখেই দেশে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে বিভিন্ন মহল। ৬৯ বছর আগে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী প্রথম উচ্চারিত হয়। '৭৬ সালে মাদ্রাস শিক্ষকদের এক অনুষ্ঠানে জমিয়তুল মোদার্রেছীনের সাবেক সভাপতি মরহু আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে ইসলাম আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী রেখেছিলেন। জবাবে মরহুম প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ, সেখানে অবশ্যই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজো এ দাবী বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সংসদে বাজেট আলোচনায় সরকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ আর্থিক বরাদ্দে যে দাবী উঠেছে তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা পুনরায় প্রমাণিত হল যা এখন সর্বজনীন দাবীতে পরিণত হয়েছে। জনগণ আশা করে, এই বাজেটে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে জাতী